পাঠক ফোরাম

অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন

দেশে এখন নতুন সরকার। জানি না কতটুকু পূরণ হবে মানুষের চাওয়া-পাওয়ার দাবি। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের রায় ছিল যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু নির্বাচন-পরবর্তী বিএনপি'র দলীয় কর্মী ও জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাস, সহিংসতা এবং সংখ্যালঘুদের ওপর অমানবিক নির্যাতন কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? এখনও দেশ জুড়ে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি চলছে একই ধারায়। ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে দখলদারিত্ব আর আধিপত্য বিস্তারের নব্য সংস্করণ। নামকরণ ও নাম বাতিলের পুরনো প্রক্রিয়া। রাজশাহী, চট্টগ্রামে জামায়াত-শিবিরের কর্মকান্ড কম বেশি সবারই জানা। বর্তমানে তা বেড়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। সরকারের উচিত এখনি শক্ত হাতে এর রশি টেনে ধরা। তা না হলে আওয়ামী লীগের মতো এই সরকারও তার গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। আশা করছি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ ও তার দলের অন্যান্য নেতা-কর্মী, তাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যিকার অর্থেই আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হবেন।

শবনম
গেন্ডারিয়া, ঢাকা

ন্যায়পাল

নির্বাচনকালীন এদেশে ন্যায়পাল নিয়োগ বিষয়টি বহুল আলোচিত হয়েছিল। বর্তমান ক্ষমতাসীন জোট সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারেও বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তাছাড়া ন্যায়পাল নিয়োগ এদেশের আপামর জনগণের দীর্ঘদিনের দাবিও বটে। কেননা ন্যায়পাল দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনযন্ত্র থেকে নাগরিক অধিকার রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। বলা বাহুল্য, বর্তমান বাংলাদেশ বিশ্বের দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় প্রথম স্থানটি দখল করে আছে। আমরা জানি ক্ষমতাসীন জোট সরকারও দেশ হতে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দুরীকরণে বদ্ধপরিকর। কিন্তু সরকারের ঘোষিত ১০০ দিনের কর্মসূচিতে ন্যায়পাল নিয়োগ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না থাকায় আমরা দারুণভাবে নিরাশ হয়েছি। শীঘ্রই আইন ও প্রশাসনিক বিষয়ে দক্ষ একজন ন্যায়পাল নিয়োগে কর্তৃপক্ষের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

আশরাফুল হক লিটন
কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ

এইড্‌স

আজ থেকে বছর ছয় আগে মায়ানমারের নাগরিক মং মাছ শিকার করতে করতে বাংলাদেশের জলসীমায় চলে এলে এদেশের নৌ-প্রহরীরা তাকে আটক করে। রক্ত পরীক্ষায় এইচআইভি পজিটিভ ধরা পড়ার কারণে তাকে আইডি হসপিটালের কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়। কথা ছিলো ছয়মাস বন্দিদশায় থাকবে। কিন্তু ছয় মাস বাড়তে বাড়তে ছয় বছর পার হয় এবং মং বন্দী অবস্থায় মারা যায়। দীর্ঘ সময়টাতে সে পেন্সিল দিয়ে দেয়ালে ছবি আঁকতো, ফেলে আসা স্ত্রীর ছবি, ছোট মেয়ের ছবি, নিজ দেশ থেকে বোটে করে হারিয়ে ভিনদেশে চলে আসার ছবি। সে মন ভরে ছবি এঁকে গেছে। কিন্তু মায়ানমারে তার আর ফেরা হয়নি। জানি না মং-এর পরিজনরা তার জন্য এখনও প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে কি না। মং-এর মতো অমানবিক মৃত্যু পৃথিবীতে যত কম ঘটবে ততই ভালো। এইড্‌স-এর স্লোগান 'আমি সচেতন, আপনিও সচেতন হউন।' সঙ্গে আরেকটু যোগ করবো, 'আমি মানবিক, আপনিও মানবিক হউন।'

ডাঃ মোস্তফা আব্দুর রহিম
সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
মিরপুর, ঢাকা

ন্যাম সম্মেলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন উন্নয়নশীল বিশ্বকে এই দুই পরাশক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জওহরলাল নেহরু, মার্শাল টিটো, গামাল নাসের, সুকর্ন, চৌ এন লাই প্রমুখরা ন্যাম গঠন করেছিলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে দীর্ঘ ৪১ বছরে ন্যামের ফলাফল ছিল শূন্য। সরকার জনগণের মতামত যাচাই না করে, কারো সঙ্গে কোনোরূপ পরামর্শ না করে শুধুমাত্র নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে এত বড় একটা অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা করেছিল। এটা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল ২০০১-এ। কিন্তু অবকাঠামোগত কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় তা পিছিয়ে ২০০২-এ নিয়ে আসা হয়। বিএনপি ও শরিকদল সরকার গঠনের পর পরই প্রথম যে কাজটি করলো তা হলো ন্যাম সম্মেলন বাতিল। এ ক্ষেত্রে তারাও কারো সঙ্গে এমনকি সংসদেও বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেনি। এখন আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ নেই, এখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে উন্নত বিশ্ব আর উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে। আর এ যুদ্ধের ধরন হলো উন্নয়নশীল বিশ্বকে উন্নত বিশ্বের একচেটিয়া শোষণের যুদ্ধ। তাই এই সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে ন্যামের পূর্বের উদ্দেশ্যকে সংশোধন করে নতুন করে উন্নয়নশীল বিশ্বকে হয়তো উন্নত বিশ্বের শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য সংগঠিত করা যেত আর তার নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতো বাংলাদেশ। এতে একদিক থেকে যেমন সব উন্নয়নশীল দেশ তাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সংগঠিত হতে পারতো, অপরদিকে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বে আরো উজ্জ্বল হতো। আমরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চাই না। আমরা চাই রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

আজহারুল ইসলাম
জহুরুল হক হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

একজন টোকাই সাগর

টোকাই সাগরকে নিয়ে ৯ নবেম্বর সাপ্তাহিক ২০০০-এ এক অভিনব প্রচ্ছদ হয়েছে। সরকার দলীয় একজন টপ সন্ত্রাসীকে নিয়ে এ ধরনের সাক্ষাৎকার ও বিশ্লেষণধর্মী প্রচ্ছদ বিরল। এ জন্য নিরীক্ষাধর্মী অনুসন্ধানী সাংবাদিক গোলাম মোর্তোজাকে ধন্যবাদ। সাগর এক সময় লাগেজ ব্যবসা করতো। বিমানবন্দরে সংঘটিত সিরাজ মিয়া হত্যাকান্ডে জড়িত শুল্ক কর্মকর্তাদের ব্ল্যাক মেইল করে অনেক টাকা আদায় করেছিল টোকাই সাগর। সাগর সে মামলার সাক্ষী ছিল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সাগরের সঙ্গে দেশের শীর্ষস্থানীয় কিছু দৈনিকের সাংবাদিকও জড়িত। বলতে খারাপ লাগে বিমানবন্দরের একশ্রেণীর অসাধু শুল্ক কর্মকর্তারা টোকাই সাগরদের কোটি টাকার মালিক হতে সহায়তা করেছেন আর রাজনৈতিক দল তাদের সুবিধা দিয়েছে। আশা করি আগামীতে সাপ্তাহিক ২০০০-এ টোকাই সাগরদের সঙ্গে অসাধু বিমান কর্মকর্তাদের কথাও হয়তো সর্বসাধারণ জানতে পারবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, জনৈক বিমান কমকর্তা

ক্ষমতার উৎস

দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিকনির্বাচনগুলোর পরাজিত দলগুলো ভুলেও জনগণের ক্ষমতাকে স্বীকার করে না। কারচুপির অভিযোগে সবাই নিজেদের ধোয়া তুলসী প্রমাণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালানে। সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষমতাধিকারী চারদলীয় জোট সরকার সত্যিই যদি সচেতন, আদর্শিক ও দেশপ্রেমিক হয়, তাদের উচিত জনগণকে স্বৈরতন্ত্রের বিষ গেলানো থেকে নিজেদের রক্ষা করা। যদিও তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার সময় এখনো হয়নি, তবু জোট সরকারের জেনে রাখা উচিত, বিগত সরকারের অপশাসনের হাত থেকে মুক্তির জন্য জনগণ তাদেরকে ক্ষমতাসীন করেছে। সরকারকে মনে রাখতে হবে, সাংবিধানিক কেয়ারটেকার সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন এটাই শেষ নয়। ক্ষমতার অপব্যবহার করলে জনগণ আপনাদেরও ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত করবে ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে। মনে রাখবেন, জনগণই ক্ষমতার উৎস।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ, মীরসরাই, চট্টগ্রাম

টোকাই

প্রসঙ্গ : সংখ্যালঘু

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার-নিপীড়নের ঘটনা প্রতিদিনই সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে। রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ যাই হোক না কেন সংখ্যালঘুদের অনেকে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এটা সত্যি। অনেকের ঘরবাড়ি লুণ্ঠিত হয়েছে। এমনকি একই বাড়িতে মা-মেয়েকে একসঙ্গে ধর্ষণ করা হয়েছে এমন নৃশংস খবরও আমরা জানতে পেরেছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। বহু স্থানে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু সংখ্যালঘুরা তো আমাদেরই আপনজন। তাদের নিরাপত্তা বিধান করা আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের পবিত্র কর্তব্য। সরকারের কাছে আবেদন, এসব ঘটনার নিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠু তদন্ত হোক এবং দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দেয়া হোক যাতে আর কোনো সংখ্যালঘু এভাবে অত্যাচারিত না হয়।

এসএম নওশের
dico@bijoy.net

শব্দদূষণ

রাজধানীর শব্দদূষণের প্রধান কারণ হচ্ছে যানবাহনে ব্যবহৃত হাইড্রোলিক হর্ন। ঢাকা শহরের বিভিন্ন রুটে যে বাস, ট্রাকগুলো চলাচল করে সেগুলোর বেশিরভাগই হাইড্রোলিক হর্ন। আমরা জানি হাইড্রোলিক হর্ন নিষিদ্ধ। অথচ হরহামেশাই তা ব্যবহৃত হচ্ছে গাড়িতে। নগরীর শব্দ দূষণের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে আনতে হলে মাইক, লাউড স্পিকার ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আরোপ করে সর্বস্তরের জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। একটি দূষণমুক্ত নগরীর জন্য সবাইকেই সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

সৈয়দ সাইফুল করিম
মিরপুর, ঢাকা

রাজনৈতিক অঙ্গীকার

ক্ষমতায় যাবার আগে সব রাজনৈতিক দলই উন্নয়ন ও সন্ত্রাস বন্ধের কথা বলে। কিন্তু ক্ষমতায় যাবার পর সবাই ভুলে যায় তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি। শুধু মনে রাখে জনগণ। একদিন জনগণ আর বিশ্বাস করবে না এই সব প্রতিশ্রুতির কথা। খালেদা জিয়ার প্রতি অনুরোধ, জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে মনোযোগী হোন, তা না হলে জনগণ প্রতিবাদ হিসেবে বেছে নেবে নীরব ব্যালেটে সিল।

রাশেদুজ্জামান জুয়েল
ময়মনসিংহ

শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা বুবু জান আপনি ভারত চলে যান। এটা ছিল নব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের স্লোগান। সত্যিকার অর্থে ঐ স্লোগান ছিল বাস্তব। কেননা বিগত ৫ বছর আওয়ামী লীগ সোনার বাংলাকে তামায় পরিণত করেছে। দখল, সন্ত্রাস, হত্যা, ধর্ষণ করে দেশ ত্যাগ করে চলে গিয়েছে অনেকে। ওরা সন্ত্রাস করার সুযোগ পেয়েছিল শেখ হাসিনার প্রশ্রয়ে। বলা বাহুল্য, শেখ হাসিনা নিজেই গণভবন দখল করে নিয়েছিলেন।

এমএইচ বি
টোকিও, জাপান

শ্রম বাজার

আগামী আগস্ট ২০০২ সালের মধ্যে মালয়েশিয়া ত্যাগ করতে হবে প্রবাসী বাঙালিদের। মালয় সরকার দাবি করছে বাঙালিরা এদেশের সামাজিক সমস্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিচ্ছিন্ন ও কিছু অশোভনীয় ঘটনা এ জন্য দায়ী। প্রবাসীরা তাদের পারিবারিক সমস্যা মেটানোর পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো গঠনেও বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। তাই দেশ ও জনগণের কথা ভেবেই সরকারের উচিত যত দ্রুত সম্ভব মালয়েশিয়া সফরের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে প্রবাসীদের ফিরে আসতে না হয়। আমরা প্রবাসীরা আশা করবো, বর্তমান সরকার মালয়েশিয়ায় বাঙালি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে আরো সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠবে।

সামসুল হুদা ভুঁঞা বাবুল
পোর্ট কেলাং, মালয়েশিয়া

প্র স ঙ্গ : অ ভি বা স ন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসরত সন্দেহভাজন অভিবাসীকে গ্রেপ্তার, অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক ও বহিষ্কার সম্পর্কে একটি নতুন আদেশ মার্কিন প্রশাসন জারি করেছে। এখন থেকে ব্যবসায়ী, পর্যটক ও ছাত্র-ছাত্রীদের ঢালাওভাবে মার্কিন ভিসা দেবার ব্যাপারেও কড়াকড়ি নিয়ম হবে। যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন অভিবাসন অধ্যাদেশ জারি হয়েছে শুধু নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে বিমান হামলার পরিপ্রেক্ষিতে। তবে বাংলাদেশের কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশ আমেরিকার সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদর্শন করার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফরের সময়ও এই দেশের অবৈধ অভিবাসীদের প্রতি সহানুভূতির কথা বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সোচ্চার। জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আমেরিকার কাছ থেকে মানুষের প্রতি সমআচরণ সবাই আশা করে। মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এবং আমেরিকার ঐতিহ্যগত মানবাধিকার ও মানবিক মূল্য সদা জাগ্রত থাকবে এটাই বিশ্ববাসীর কাম্য।

ডাড়লী, মিরপুর-১, ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

বিএনপি'র দখল

বিএনপি প্রার্থী ঢাকা-১১ আসনে নির্বাচিত হবার পরের দিনই মিরপুর-১১ বাসস্ট্যান্ড দখল করেছে স্থানীয় বিএনপি ওয়ার্ড কমিশনার, যা বিগত সরকারের আমলে ছিল আওয়ামী কমিশনারের দখলে। যে সমস্ত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প করা হয়েছিল তা এখন জোরপূর্বক দখল করেছে স্থানীয় যুবদল নেতারা যা গত সাংসদের আমলে দখলে ছিল যুবলীগ নেতাদের। ছোট বড় ব্যবসায়ী বা মার্কেট থেকে সাপ্তাহিক চাঁদা তুলছে বিএনপি দলীয় ক্যাডাররা যা অতীতে আওয়ামী লীগ ক্যাডাররা করত। খুন, ছিনতাই, ডাকাতি, চাঁদাবাজি গত সাংসদের আমলের চেয়ে কোনো অংশে কমেনি। কেবল সন্ত্রাস আর দখলের হাত বদল হয়েছে মাত্র। মাননীয় সাংসদের প্রতি অনুরোধ, ঢাকা-১১ আসনের সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আপনি দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ নিন। অতীত কর্মকান্ডের পুনরাবৃত্তি নয়, কর্মকান্ডের সুষ্ঠু সংস্করণ চায় এলাকার শান্তিপ্রিয় জনগণ।

মু. কাইসার রহমানী মানিক
মিরপুর, ঢাকা